সেরেংডি গ্রাম পঞ্চায়েতের নানা উদ্যোগ

বিকেন্দ্রীকৃত পঞ্চায়েতীরাজ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে
আঞ্চলিকভাবে প্রাসঙ্গিক শিক্ষায় স্থানীয় স্বশাসিত সরকারের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকার
এক সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন (২০১৩ – ২০১৫)

সহযোগিতায়

অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস এর প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য 'ব্রেহিস'

আঞ্চলিকভাবে প্রাসঙ্গিক শিক্ষার সম্প্রসারণে সেরেংডি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন উদ্যোগ প্রসঙ্গে

বিকেন্দ্রীকৃত পঞ্চায়েতীরাজ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণে আঞ্চলিকভাবে প্রাসঙ্গিক শিক্ষায় স্থানীয় স্বশাসিত সরকারের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকার এক সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

(২০১৩ – ২০১৫)

সহযোগিতায়ঃ

অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস এর প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য ‘ব্রেহিস’

সরকারি পঞ্চায়েতের মুষ্টি আমাদের পল্লীর কণ্ঠে দৃঢ় হইবার পূর্বেই আমাদের নিজের পল্লী পঞ্চায়েতকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

- রবীন্দ্রনাথ

ভূমিকা

নৃতাত্ত্বিক অভিনবত্বে এবং বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞানে মহীয়ান সেরেংডি গ্রাম পঞ্চায়েত মনে করে অঞ্চলের শিক্ষা প্রোথিত থাকবে সংস্কৃতির গভীরে এবং সেটা হয়ে উঠবে অঞ্চলের প্রতিদিনের জীবনযাপনের সঙ্গে সাযুজ্য সম্বলিত। এই মহান লক্ষ্যকে মাথায় রেখে সেরেংডি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ২১ টি বিদ্যালয় নিয়ে ২০১৩ সাল থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। এই যাত্রাপথে সবথেকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল জীবনযাপনের জন্য যে দক্ষতা লাগে তা হাতেকলমে আনন্দের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের রপ্ত করিয়ে দিতে যাতে তারা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের নানা প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতার মোকাবিলা সহজেই করতে পারে এবং পাশাপাশি যাতে তাদের চেতনার সার্বিক বিকাশ হয়।

এছাড়াও ১৪ বৎসর থেকে মোটামুটি ২৫ বৎসর পর্যন্ত যারা বিভিন্ন কারণবশত মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হতে পারেনি ও গ্রামে থেকে লাভজনক জীবিকা নির্বাহের তেমন কোন সংস্থান ও নেই তাদেরকে আমরা গ্রামীণ জীবনযাপনের উপযোগী কিছু বিষয়ে দক্ষ করে ও সহায়তা দিয়ে কিছুটা হলেও স্বাবলম্বী করে তোলার প্রচেষ্টা করেছি যার মাধ্যমে তারা তাদের পরিবারে কিছুটা বাড়তি আয়ের যোগান সারা বছর ধরে দিয়ে যেতে পারে এবং হতাশা মুক্ত হতে পারে।

তবে ২০১৩ সালে নেওয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এই ক্ষুদ্র উদ্যোগ ২০১৫ সালে যে ব্যাপকতা লাভ করেছে তা জাতীয় পর্যায়ের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ ও তার স্থানীয় প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য ‘ব্রেহিস’ এর যৌথ উদ্যোগ ব্যতিরেকে কখনোই সম্ভবপর হত না।

আর সবশেষে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই আমাদের সকল পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যাবৃন্দকে, বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক/শিক্ষিকা মণ্ডলীকে, অঞ্চলের বিশিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক, সমিতি এডুকেশন অফিসার, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যদেরকে এবং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ও বিশেষভাবে ব্লক প্রানী সম্পদ বিকাশ আধিকারিক মহাশয় কে যাদের সক্রিয় সহযোগিতা ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় আজ আমরা এতটা পথ এসেছি এবং ভবিষ্যতে আরো এগিয়ে যাবো আশা রখছি।

তারামনি কুমার
প্রধান, সেরেংডি গ্রাম পঞ্চায়েত

একেবারে নিচু থেকে গড়তে শুরু করাই হলে, দ্রুততম, দক্ষতম পন্থা। এই ভাবে প্রতিটি গ্রাম হবে এক সাধারণতন্ত্র, বা পূর্ণ ক্ষমতা সম্বলিত এক পঞ্চায়েত।

মোহনদাশ করমচাঁদ গান্ধী

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ অঞ্চলের স্থানীয় জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ ব্যক্তিবর্গকে বিদ্যালয়ে যুক্ত করে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে কলমে আঞ্চলিক জ্ঞান ও সংস্কৃতি সম্পর্কে দক্ষ করে তুলবে তাদের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে।

খ। বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি এবং অভিভাবক সমিতি প্রশিক্ষিত হয়ে সক্ষম হবে নিয়মিত পাঠক্রমের পাশাপাশি এই গ্রামীণ উপযোগী ও আঞ্চলিক বিষয়গুলিকে গ্রহণ করে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

গ। ১৪ বৎসর থেকে ২৫ বৎসর পর্যন্ত মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণগণ যারা জীবন-জীবিকা গঠনের প্রক্রিয়া থেকে পিছিয়ে আছে তাদের গ্রামীণ জীবন-জীবিকা উপযোগী দক্ষতা হাতে কলমে বৃদ্ধি করে তাদের সহায়ক জীবিকার কিছু ব্যবস্থা করা পরিবারের বাড়তি আয়ের জন্য।

ঘ। অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েতও এই উদ্যোগে প্রভাবিত হয়ে এই ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

শুরুর কথা

আমরা গ্রামের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ দীর্ঘ সময় ধরে করে আসছি কিন্তু "স্থানীয় ও আঞ্চলিকভাবে প্রাসঙ্গিক শিক্ষা" নিয়ে বিশেষভাবে তেমন কিছু করে ওঠা যায় নি। কিন্তু সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে এই বিষয়েও আমাদের একটা ভূমিকা আছে। সেই ভূমিকা ও দায়িত্বের কথা মাথায় রেখে আমরা গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল সদস্য, সদস্যা ও কর্মচারীদের নিয়ে শিক্ষাঙ্গনে প্রচলিত শিক্ষার সাথে আঞ্চলিক জীবনযাত্রা-নির্ভর শিক্ষাকে সংযোজন করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে নানা উদ্যোগ নেবার কথা চিন্তা করেছিলাম। আর এই পরিস্থিতে আমরা পাশে পেয়েছিলাম কলকাতার এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভ ও তার স্থানীয় প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য 'ব্রেহিস'কে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শুরু হয়েছিল পথ চলা। এই পথ চলার শুরুতেই আমরা অঞ্চলের সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেছিলাম। আর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহাশয়া, ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মাধক্ষ্য ও অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক। আজ ২০১৫ সালে আমরা আমাদের অঞ্চলের সকল বিদ্যালয়গুলিকে এই কর্মকান্ডের যুক্ত করতে পেরেছি। এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে যে সকল উদ্যোগগুলি আমরা বিভিন্ন বিদ্যালয়ে গ্রহণ করেছি এবং বিদ্যালয় প্রক্রিয়ার বাইরে থাকা কিশোর কিশোরী যুবক যুবক যুবতী দের নিয়ে যে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পেরেছি তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেওয়া হল।

১। পুষ্টি বাগান

বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়তায় ও স্থানীয় গ্রামবাসীদের উদ্যোগে ৯ টি বিদ্যালয়ে তৈরী হয়েছে সারা বৎসর ব্যাপী রাসায়ণিক সার ও রাসায়ণিক বিষবিহীন পুষ্টি বাগান। সবার এই মিলিত উদ্যোগে গ্রামবাসীরা কেউ দিচ্ছে বাগান ঘেরা দেবার বাঁশ, কেউ দিচ্ছে বাগানের মাটি ও বেড়া তৈরী করার শ্রম, পঞ্চায়েত থেকে কোথাও দেওয়া হচ্ছে ঘেরা দেবার জাল, বীজ প্রভৃতি। শুধু তাই নয় গ্রাম পঞ্চায়েত-এর সদস্যরাও বাড়িয়ে দিয়েছেন সহযোগিতার দীর্ঘ হাত। ছোটছোট পড়ুয়ারা কিশোর বয়স থেকেই বাগান করতে করতে হাতে কলমে শিখে নিচ্ছে কিভাবে একটি পুষ্টিবাগান গড়ে ওঠে এবং কিভাবে তার রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। পাশাপাশি তারা শিখছে অপুষ্টি দূর করতে কোন কোন ধরনের শাক-সবজি বেশি করে খাওয়া উচিত এবং তাদের খাদ্যগুণও। সাথে সাথে তারা পরিচিত হচ্ছে নানা ধরণের বীজের সাথে ও এলাকাতে প্রাপ্তিযোগ্যতা আছে এমন ওষধিগুন সম্পন্ন গাছের সাথে। এইভাবে তারা আনন্দদায়ক এক প্রকৃতিপাঠের রস আস্বাদন করছে। খুব শীঘ্রই আমরা আরও কয়েকটি বিদ্যালয়ে এই কার্যক্রম শুরু করতে চলেছি। যদিও এখন অবধি আমরা সমুদায় এর যে অংশগ্রহণ দেখেছি তা আরও বাড়ান দরকার।

২। ফলের গাছের নার্সারি

অপুষ্টির সঙ্গে লড়াই করতে হলে বিভিন্ন শাক-সবজির পাশাপাশি প্রয়োজন কিছু ফল খাওয়া। তাই সেরেংডি গ্রাম পঞ্চায়েত স্কুলে স্কুলে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যেখানে দুই বছর ধরে চার থেকে পাঁচ রকম ফল গাছের (পেঁপে, বেদানা, নজনে, পেয়ারা, কাঁঠাল) নার্সারী করার। এই উদ্যোগে পড়ুয়ারা বাড়ি থেকে কেউ আনে অল্প অল্প করে মাটি আবার কেউ আনে বাড়ি থেকে জৈব সার, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা যোগাড় করে প্রয়োজনীয় বাকি মাটি ও সার, গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে প্রদান করা হয় নার্সারীর প্রয়োজনীয় বীজ ও প্যাকেট। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয় চত্বরেই গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে নিযুক্ত স্থানীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহায়তায় শিশুরা আনন্দের মধ্য দিয়ে শেখে কিভাবে নার্সারী তৈরী হয়। আর নার্সারীর চারা রোপণ করার মত হয়ে উঠলে তা কিছু লাগানো হয় বিদ্যালয় চত্বরেই আর বেশিরভাগ চারা বিতরণ করা হয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তাদের নিজেদের বাড়িতে লাগানোর জন্য। ছাত্রছাত্রীরা নিরন্তর এই

কর্মকান্ডে যুক্ত থাকার ফলে তারা প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞানার্জন করছে কিভাবে বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম হচ্ছে, চারা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ১২ টি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এই কর্মকান্ডে যুক্ত হয়ে ২০০০ ফলের চারা ও ২৫০০ সব্জি চারা তৈরী করেছে এবং প্রত্যেকে কম করে ২ ধরণের চারা বাড়িতে নিয়ে লাগিয়েছে ও পরিচর্যা করে বড় করে তুলছে। এখানে যা বলা দরকার তা হল আমরা দেখছি ছেলে মেয়েদের মধ্যে খুব ধীরে ধীরে হলেও এক ধরনের কৃষি-মনস্কতা গড়ে উঠছে। এর পাশাপাশি বলা দরকার যে আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি যে অনেক পরিবারে সব্জি-সচেতনতা বেশ অনেকটাই বেড়েছে। বিশেষ ভাবে যখন তাদের সাথে আমরা আলোচনাতে লিপ্ত হয়েছি তখন তাদের বয়ানে ধরা পড়েছে এই সচেতনতা।

৩। বীজ ও বনৌষধি পরিচিতি

শিশু কিশোররা বিদ্যালয়স্তর থেকেই শিখছে কোন ফসলের বীজ কেমন, সেটি কোন সময় লাগাতে হয় এবং এর মাধ্যমে হাতে কলমে প্রত্যক্ষভাবে তারা বিভিন্ন বীজ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করছে। এর পাশাপাশি বিশেষ ভাবে 'আমাদের পরিবেশ' ও 'পরিবেশ ও বিজ্ঞান' নামক বই দু'টি তে যে পাঠ্যসূচী রয়েছে তার সাথে সঙ্গতি রেখে বনৌষধি বিষয়ে তাদের ওয়াকিবহাল করে তোলা হয়েছে। সেরেংডি গ্রাম পঞ্চায়েত যে মহান কৃষি ব্যবস্থার ধারা বহন করে চলেছে তা আরও নতুন প্রজন্মের ভিতরে তুলে ধরতে আমরা খুব উৎসাহী।

৪। পুষ্টি মানচিত্রায়ন

দেশ গঠন কিংবা শিক্ষার উপলব্ধির ক্ষেত্রে শিশুর স্বাভাবিক শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখাটা অত্যন্ত জরুরি কারণ শারীরিক বিকাশের সাথে সাথে মানষিক বিকাশ অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে যুক্ত আর এজন্য ছোটবেলা থেকে প্রথমেই তাদের অপুষ্টির অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে হবে। বিশেষজ্ঞ কমিটির এই সুপারিশের কথা মাথায় রেখে অপুষ্টির খোঁজে তাই স্কুলে স্কুলে পুষ্টি ম্যাপিং (BMI) শুরু করেছে সেরেংডি গ্রাম পঞ্চায়েত। শিশুদের BMI নির্ণয় করে আশা কর্মী ও A.N.M দের সহায়তায় ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের তার সম্পর্কে অবহিত করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন প্রকারের রাসায়নিক সার ও রাসায়নিক বিষ বিহীন ফসলের উপযোগীতা ও সেই

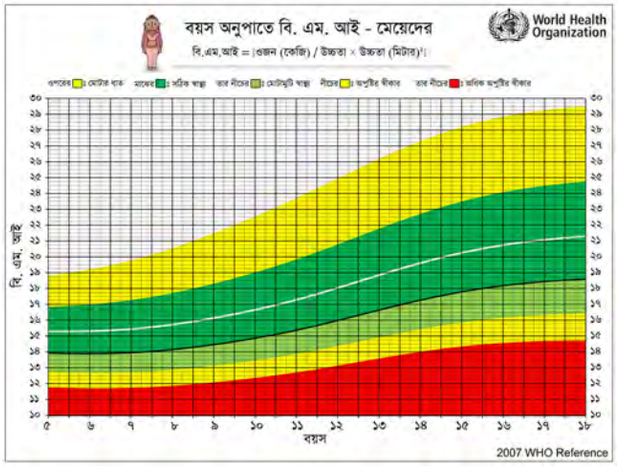

আঙ্গিকে স্কুলের পুষ্টি বাগানের গুরুত্ব বোঝানো হচ্ছে। সেরেংডি গ্রাম পঞ্চায়েত এখনও পর্যন্ত এই ধরনের ১২ টি এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যার মাধ্যমে ৩৬১ জন ছাত্র-ছাত্রীদের পুষ্টির মান নির্ণয় করেছে। পরবর্তী পর্যায় সেরেংডি গ্রাম পঞ্চায়েত এই কর্মকান্ডের মাধ্যমে চিহ্নিত ৫৫ জন সবথেকে অপুষ্ট এবং অত্যধিক অপুষ্ট শিশুকে ৩-৪ ধরণের শাক-সব্জির বীজ দেওয়া হয়েছিল ঘরোয়া পুষ্টি বাগান করার উদ্দেশ্যে। শিশু এবং তার পরিবারের যৌথ এই উদ্যোগ এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের ভিতরে একটা নিজের বাগান নিজে করার প্রবণতা তৈরি করতে আমরা অন্যান্য শিক্ষার্থীদেরও বাগান করার জন্য উৎসাহিত করেছি। সবমিলিয়ে ২০১৫ সালে এই প্রক্রিয়ায় ৮৬০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে বীজ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু শুধু 'অপুষ্ট এবং অত্যধিক অপুষ্ট' নয় আমরা চেয়েছিলাম যাতে গোটা প্রজন্মের মধ্যে একটা পুষ্টি-সচেতনতা গড়ে ওঠে।

৫। শিক্ষাঙ্গনে স্বাস্থ্য ও শরীরচর্চা, সৃজনমূলক ও কর্মমূলক পাঠ ও শিল্পকলার চর্চা

বর্তমান পাঠ্যক্রম, পাঠ্য ও কৃত্যসূচীতে শিশুর আনন্দ আকর্ষণকে এক অপরিসীম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি নতুন শিক্ষাক্রমে সৃজনশীল কৃত্যসূচীর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এর সাথে সাথে মহাপুরুষের জীবনের গল্প, আত্মচরিত শোনা, বলা ও পাঠ করার মাধ্যমে শিশুর কাছে একটি লক্ষ্য ও আদর্শ স্থাপন খুবই জরুরী। এই ভাবনাকে সামনে রেখে সেরেংডি গ্রাম পঞ্চায়েত স্কুলের নিয়মিত পড়াশুনাকে ব্যহত না করে তাদের স্থানীয় অঞ্চলের কিছু মানুষজনকে স্কুলে স্কুলে যুক্ত করেছে ছোট ছোট শিশুদের সৃজনাত্মক প্রতিভার বিকাশের লক্ষ্যে। আবার কোন কোন স্কুলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিজেরাই এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই কর্মকান্ডের মাধ্যমে কোথাও শিশুরা আনন্দের মাধ্যমে জানছে নানা বিষয় যেমন কিভাবে কাগজ, মাটি ইত্যাদি দিয়ে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরী করা যায়, কোথাও তারা শিখছে ছৌ নাচ, ছৌ-এর মুখোশ তৈরী, ছবি আঁকা, ব্রতচারী, ওষধি গাছের গুনাগুন, রবীন্দ্রনাথের গান ও স্থানীয় গান, আবার কোথাও বা ব্যায়্যাম। পাশাপাশি তারা শুনছে নানা শিক্ষামূলক গল্প। এখন পর্যন্ত সেরেংডি গ্রাম পঞ্চায়েত ১৪ টি স্কুলে ১৩ জন স্থানীয় আঞ্চলিক জ্ঞানে অভিজ্ঞ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে যুক্ত করে এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

খুব সাম্প্রতিক কালে আমরা দেখেছি যখন গত ডিসেম্বর মাসে ডেনমার্কের প্রতিনিধি দল এখানে এসেছিলেন তখন আমাদের এম এস কে'র ছাত্র ছাত্রীরা অসাধারণ ছৌ নাচ, ছৌ-এর মুখোশ তৈরী ও ব্রতচারী প্রদর্শন করেছে।

৬। শিক্ষাঙ্গনে অডিও-ভিসুয়াল পাঠদান

শিশুদের আনন্দপাঠের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে পঞ্চায়েত শুরু করেছে স্কুলে স্কুলে সপ্তাহে অন্তত একদিন অডিও-ভিসুয়াল মাধ্যমের শিক্ষাদান। দৈনন্দিন বিভিন্ন সু-অভ্যাসের পাশাপাশি যেখানে থাকে স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংক্রান্ত নানান বিষয় এবং বিভিন্ন শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র। কোনো কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ নিজেরাই উদ্যোগী হয়েছে এই অডিও-ভিসুয়াল পাঠদানের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান করতে।

৭। শিক্ষামূলক পরিদর্শন

বিশেষজ্ঞকমিটিরঅন্তর্বর্তীসুপারিশক্রম নতুন পাঠক্রমে ছাত্রছাত্রীদের স্থানীয় বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বইয়ের পাশাপাশি যার মধ্যে দিয়ে পড়ুয়ারা তার স্থানীয় ভৌগলিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারছে। সেরেংডি গ্রাম পঞ্চায়েত বিদ্যালয়ের VEC কমিটিতে আলোচনা ও অভিভাবকদের সম্মতি সহমতের ভিত্তিতে গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সদস্য/শিক্ষা সঞ্চালক/প্রধানের উপস্থিতিতে এখন পর্যন্ত ৫টি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষামূলক ভ্রমণ সংঘটিত করতে সমর্থ হয়েছে। এই উদ্যোগে আমরা একদিকে যেমন অযোধ্যা পাহাড়েও শিক্ষার্থী দের নিয়ে গিয়েছি তেমন দেখিয়েছি স্থানীয় লাইব্রেরী। এর পাশাপাশি আমরা চালু করেছি এক বিদ্যালয় থেকে আরেক বিদ্যালয়ের কাজ কর্ম দেখতে আসা।

সেরেংডি অঞ্চলের এইসব উদ্যোগকে মান্যতা দিয়ে বাঘমুণ্ডি পঞ্চায়েত সমিতি তাদের সকল গ্রাম পঞ্চায়েতে এই উদ্যোগকে ছড়িয়ে দিতে গত ৩রা অক্টোবর ২০১৫ তারিখে পঞ্চায়েত সমিতি এলাকার সকল বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল। এই আলোচনা সভায় তারা গুরুত্ব দিয়েছিলেন যাতে সকল বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে পুষ্টি বাগান ও ফল গাছের নার্সারী থাকে এবং অডিও-ভিশুয়ালের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের আনন্দমুখর পাঠদান করা যায়।

৮। এলাকার শিক্ষকদের উজ্জীবিত করে তোলা

স্থানীয় শিক্ষকদের উজ্জীবিত করে তোলা ছিল আমাদের সবচেয়ে জরুরী কাজ আর কাজ করার জন্য আমরা ৪ বার ক্লাস্টার লেভেল রিসর্স সেন্টার এ আর ২ বার আমাদের পঞ্চায়েত ভবনে তাদের নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা ২০১৪ সালের ১লা নভেম্বর যে সেমিনার শান্তিনিকেতন-এ আয়োজন করেছিলাম সেখানে আমাদের পঞ্চায়েতের ২ জন শিক্ষক মাননীয় হীরাধর কুইরী ও মাননীয় বানেশ্বর কুমার খুব ভাল বক্তব্য রেখেছেন। এই সেমিনারে আমাদের শিক্ষা উপসমিতির সঞ্চালক-ও উপস্থিত ছিলেন।

৯। "খবর যা আমি ব্যবহার করতে পারি"

এলাকার ছাত্রছাত্রী দের মধ্যে এখনো খবরের কাগজ পড়ার প্রবনতা খুব কম সে কারনে এলাকার একটি বিদ্যালয়ের প্রধানত অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী দের নিয়ে তিন-চারটি খবরের কাগজ পড়া, বিশ্লেষন করা আর এর পাশাপাশি খবরের কাগজ থেকে গ্রাম, পরিবেশ, কৃষি, বন্যপ্রানী সংরক্ষন ইত্যাদি নিয়ে খবর গুলো কেটে রাখার প্রবণতা তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করা হয়েছে।

১ জন ছাত্র আমাদের জানিয়েছে তারা নিজেরা বাড়ীতে খবরের কাগজ রাখতে শুরু করেছে।

১০। কৃত্যালী-ভিত্তিক শিখন

২০১১ সালে যে নতুন সিলেবাস আমরা বিদ্যালয়ে পেয়েছি তা যা তে সৃজনশীল ভাবে বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করা যায় সে কারনে আমরা এলাকার ৪ টি বিদ্যালয়ে পাঠ্য-সম্পৃক্ত কৃত্যালী-ভিত্তিক শিখনের আসর শুরু করেছি কিন্তু যেহেতু এলাকার ছাত্র ছাত্রী দের লিখন ক্ষমতা এখনও আনেক বাড়ানো দরকার সে কারনে এখনও এইসব কৃত্যালী-ভিত্তিক শিখন পাঠ্য-সম্পৃক্ত অনুশীলনের বাইরে যেতে পারেনি।

প্রথাসিদ্ধ বিদ্যালয়-শিক্ষা অসমাপ্ত থাকা কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী'দের নিয়ে বিভিন্ন কাজকর্ম

শিক্ষাঙ্গনে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করার পাশাপাশি আমরা সেরেংডি গ্রাম পঞ্চায়েত আমাদের অঞ্চলের মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ ১৫ বছর থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত স্বপ্নহীণ, দিশাহীন কিশোর কিশোরী, পুরুষ মহিলাদের নিয়ে তারা যাতে নতুন কিছু শিখে এক নতুন পথে এগুতে পারে সেই রকম

নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। ২০১৩ থেকে এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত কমবেশী ২১৮ এমন কিশোর কিশোরী, পুরুষ মহিলা্দের এই উদ্যোগে সামিল করতে পেরেছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে আমরা মনে করছি বিশেষত মহিলারা বাড়িতে থেকে নতুন নানা জিনিষ শিখে কিছু অতিরিক্ত আয়ের মাধ্যমে পরিবারে কিছুটা স্বচ্ছলতার পথ দেখাবে।

শুরুর কথা

সকল গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ও কর্মচারীবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা ও সহমত তৈরি করে তাদের সহায়তায় আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস এর প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য ব্রেহিস এর সহযোগীতায় পাড়া বৈঠকের মাধ্যমে অঞ্চলের মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ ১৫ বছর থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত স্বপ্নহীণ, দিশাহীন কিশোর কিশোরী, পুরুষ মহিলা্দের চিহ্নিতকরণ

করতে শুরু করি বিভিন্ন বিষয়ে হাতে কলমে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের নানা রকম গ্রামীণ জীবন-জীবিকা নির্বাহের উপযোগী পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। প্রত্যেক মরশুমের আগে পাড়া বৈঠকের মাধ্যমে কি কি ধরনের কাজ করা যেতে পারে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে মরশুম ভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরি করা হয় এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী চিহ্নিত মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ যুবক-যুবতীদের, পুরুষ-মহিলাদের আবেদন পত্র গ্রহণ করা হয় এবং প্রাপ্ত আবেদন পত্রগুলি একত্রিকরণ করে ও সুপারিশ সহ গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য গ্রাম পঞ্চায়েতে জমা দেন অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস এর প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য ব্রেহিস এর সহযোগীতায়। পরবর্তী ধাপে আমরা গ্রাম পঞ্চায়েতে সবগুলি আবেদনপত্র একত্রিকরণ করে প্রয়োজনীয় বীজ ও উপকরণ সরবরাহ করার জন্য অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস-এর কাছে আবেদন জানাই। অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস থেকে প্রাপ্ত বীজ বা অন্যান্য উপকরণ পাবার পর তা আমরা পঞ্চায়েত সদস্য/সদস্যবৃন্দকে সরবরাহ করি এবং তারপর প্রত্যেক পঞ্চায়েত সদস্য মাষ্টাররোলের মাধ্যমে উপভোক্তাদের বীজ বা উপকরণ সরবরাহ করে অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস এর প্রাতিষ্ঠানিক সদস্যের কর্মীদের সহযোগীতায়। এরপর অ্যাহেড ইনিশিয়েটিভস-এর প্রাতিষ্ঠানিক সদস্যের কর্মীবৃন্দ গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে ক্রমাগত উপভোক্তাদের কারিগরি ও হাতে কলমে সহায়তা দেয়।

এই পদ্ধতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে ধরণের উদ্যোগগুলি আমরা গ্রহণ করেছি সেগুলি হলঃ

১। বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ

২। ওল উৎপাদন কেন্দ্র

৩। ব্যবসা ভিত্তিক লাভজনক ও অন্যান্য ফসলের চাষ

৪। প্রকৃত বীচন আলু

৫। বহু ফসল সমন্বিত বাজার-বাগান

৬। ভার্মি এবং অ্যাজোলা

৭। বিভিন্ন ডাল ও দানা শস্যের চাষ

৮। আলুর বীজ থেকে আলু উৎপাদন

৯। শিক্ষামূলক পরিদর্শণ

১০। সেমিয়ালতার চারা প্রস্তুতিকরন

১১। পশু পালন

১। বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ

২০১৩ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত আমরা সেরেংডি গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে অঞ্চলের ৩৪৮ জন মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ ১৫ বছর থেকে ৩০ বছর পর্যন্ত কিশোর কিশোরী, পুরুষ মহিলাদের সর্বমোট ৫২ বার ব্যবসা ভিত্তিক লাভজনক ও অন্যান্য ফসলের চাষ, ওল উৎপাদন কেন্দ্র প্রস্তুতিকরন, নতুন ফসলের চাষ, বিভিন্ন প্রকার নার্সারী, ভার্মি কম্পোষ্ট ও অ্যাজোলা তৈরী, মিশ্র ডাল চাষ, আলুর বীজ থেকে আলু উৎপাদন, সেমিয়ালতার চারা প্রস্তুতিকরন, বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এই ৩৪৮ জনের ভিতর ২১৮ জন মত কিশোর কিশোরী, পুরুষ মহিলারা নানান কাজ শিখে বিভিন্ন বিষয়ে কোনো না কোনো সময়ে যুক্ত হয়েছে। পাশাপাশি সেরেংডি গ্রাম পঞ্চায়েত লক্ষ্য করেছে এই ২১৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৭৬ জন মত শিক্ষার্থী বর্তমানে নিজেদের উদ্যোগে গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনো সাহায্য ছাড়াই সফল ভাবে তারা যে যা শিখেছিল সেটিকে তারা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এর ভিতরে আমরা ১১ বার কর্মশালা করতে পেরেছি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভবনে।

২। ওল চাষ ও উৎপাদন কেন্দ্র

এখনো পর্যন্ত ৩৫ জন ওল চাষে লিপ্ত রয়েছে। বিভিন্ন সংসদে যে ওল

বীজ উৎপাদন কেন্দ্র প্রস্তুত হয়েছিল তা এখন অন্যান্য পরিবারের মধ্যে সাড়া ফেলেছে। এখানে বিশেষ ভাবে বলতে হয় যে ২০১৫ সালে যে ওল আমরা ফেরত পেয়েছিলাম তা দিয়েই চাষ করা সম্ভব হয়েছে।

৩। ব্যবসা-ভিত্তিক লাভজনক ও অন্যান্য ফসলের চাষ

ব্যবসা-ভিত্তিক সব্জী ও অন্যান্য ফসলের ওপরে বিদ্যালয়-ছুটদের আকর্ষন করানোর জন্য বাদাম, কলা, ভুট্টা, সরবতী আলু, সয়াবীন, লাল বাঁধাকপি, ব্রকলী, ক্যাপ্সিকাম, রাজমা, কাঁকরোল, বরবটি ইত্যাদি চাষের ওপরে জোর দেয়ার ফলে ৩ জন কলাবাগান করেছে আর তা বাজারজাত করার প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গিয়েছে, ১৪ জন গত দু বছরে পেঁয়াজ চাষ করেছে, ভুট্টা চাষে লিপ্ত হয়েছে ১৪ জন, বাদাম চাষে লিপ্ত হয়েছে ১৭ জন, সরবতী আলু চাষে লিপ্ত হয়েছে ৫ জন, ব্রকলী চাষে লিপ্ত হয়েছে ১ জন, রাজমা চাষে লিপ্ত হয়েছে ৬ জন, ক্যাপ্সিকাম চাষে লিপ্ত হয়েছে ১ জন, আরাবীয়ান সুষনী আলু চাষে লিপ্ত হয়েছে ২ জন, খাড়ীশিম চাষে লিপ্ত হয়েছে ৪ জন। এর পাশাপাশি কাঁকরোল করেছে ২ জন, বরবটি করেছে ৭ জন, নার্সারি করেছে ৩ জন। সুখের কথা ২০১৪ সালে ফেরত পাওয়া বীজগুলো দিয়ে ২০১৫ সালে চাষ করা সম্ভব হয়েছে। যেমন, গম, সরিষা, মুশুর, ছোলা, খেসারী, তিসি, বাদাম ইত্যাদি।

৪। প্রকৃত বীচন আলু

২০১৪ সালে প্রকৃত বীচন আলু নিয়ে নীরিক্ষা শুরু হয়েছিল আর সে বছর চাষ করেছিল ২ জন আর ২০১৫ সালে এই নীরিক্ষা চাষ করেছে ২ জন।

৫। বহু ফসল সমন্বিত বাজার-বাগান

বহু ফসল সমন্বিত বাজার-বাগান করেছে ৩ জন আর সেখানে স্থানীয় বাজারে চাহিদা আছে এ ধরনের ফসল-ই প্রধানত করা হয়েছে আর তা বাজারে ভাল দাম পেতে সুরু করেছে।

৬। ভার্মি এবং অ্যাজোলা

এখনো অবধি ৫ জন বিদ্যালয়-ছুট অ্যাজোলা চাষ করেছে আর তার ভিতরে মাত্র ২ টি এখনো ক্রিয়াশীল রয়েছে আবার অন্য দিকে কেঁচো-সার প্রস্তুতি শুরু করেছে মাত্র ১ জন।

৭। বিভিন্ন ডাল ও দানা শস্যের চাষ

এই অঞ্চলে গম, কুরথি, অড়হর, সর্শে, ছোলা, মটর, মুশুর, কলাই এর চাষের ক্রমশ কমে আসা প্রবণতা আবার ফিরিয়ে আনতে প্রথাসিদ্ধ বিদ্যালয়-শিক্ষা অসমাপ্ত থাকা কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী'দের এই বিষয়ে প্রশিক্ষিত, সচেতন এবং অনুশীলনে লিপ্ত হতে অনুপ্রেরনা ও সহায়তাও দেয়া হয়েছে।

২০১৪ সালে গম চাষ করেছিল ১৩ জন, সর্শে করেছিল ১৯ জন, ছোলা করেছিল ১১ জন, মটর করেছিল ৩ জন, মুশুর করেছিল ৪ জন, ২০১৫ সালে কলাই করেছিল ৩ জন, তিল করেছে ৯ জন অড়হর করেছে ৩৩ জন, শাখালু করেছে ৩ জন, বিউলী করেছে ২ জন, মুগ করেছে ১৩ জন।

এর পাশাপাশি মিশ্র চাষের ধারা আরও শক্ত করতে ২০১৫ সালে গম আর সর্শে করেছে ২ জন, তিসি আর খেশারী করেছে ৫ জন, ছোলা আর তিসি করেছে ৫ জন, মুশুর আর সর্শে করেছে ৪ জন।

৮। শিক্ষামূলক পরিদর্শণ

আমরা শিক্ষার্থীদের নিয়ে আরেকটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম যার মাধ্যমে আমরা এক জায়গার শিক্ষার্থীদের অপর ভালো শিক্ষার্থীদের উদ্যোগ দেখাতে নিয়ে গেছিলাম। এর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পেরেছি শিক্ষার্থীরা অনেক প্রবুদ্ধ হয়। এখন পর্যন্ত আমরা ৬ টি শিক্ষামূলক পরিদর্শণের মাধ্যমে ২৩ জন শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করতে পেরেছি।

৯। সেমিয়ালতার চারা প্রস্তুতি-করন

এ অঞ্চলে লাক্ষা চাষ স্থানীয় অর্থনীতিতে জোরালো ভূমিকা নিয়ে বিদ্যমান কিন্তু কুল আর কুশুম গাছের ওপরে যাতে চাপ কমে সেজন্য সেমিয়ালতা গাছে লাক্ষা চাষের প্রবণতা বাড়াতে ২০১৫ সালে ১২ টি দল ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই গাছের নার্সারী করেছে। এর জন্য রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ-এর সহায়তায় আমরা ২৫ জনকে প্রশিক্ষন দিয়েছিলাম।

১০। পশু পালন

এ অঞ্চলে পশু পালন স্থানীয় অর্থনীতিতে জোরালো ভূমিকা নিয়ে বিদ্যমান। কিন্তু তাকে আর শক্তিশালী করে তুলতে আমরা ২০১৫ সালে আর আই আর মুরগীর ডিম থেকে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটাতে উৎসাহিত করেছি ৬

জন কে আর খাকী কাম্পবেল হাঁস এর ডিম থেকে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটাতে উৎসাহিত করেছি ২ জন কে।

এলাকার প্রানীসম্পদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে আমরা গত ২০ শে আগস্ট সকালে আয়োজন করেছিলাম একটি পশু-টীকাকরণ শিবিরের যেখানে ৩১০ টি পরিবারের ১৪৪৭ টি পশু পাখির টীকাকরণ সম্ভব হয়েছিল।

আগামীর জন্য...

খুব সংক্ষিপ্ত আকারে অথচ আন্তরিকভাবে আমরা তুলে ধরলাম আমাদের বিগত তিন বছরের কাজের খতিয়ান কিন্তু এখানেই শেষ নয়...আমাদের আগামী দিনগুলোর জন্য রয়েছে আনেক পরিকল্পনা যেখানে আমরা তুলে ধরতে চাইবো স্থানীয় সরকার হিসেবে আমাদের বিভিন্ন ভূমিকা।

আগামী দিনগুলিতে অনেক বাধা-প্রতিবন্ধকতা আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে জানি কিন্তু আমরা নিশ্চিত সেইসব বাধা বিপত্তিগুলো আমরা অতিক্রম করে যেতে পারবো আমাদের যৌথ উদ্যোগের মধ্য দিয়ে। আমাদের সবচেয়ে বড় ভরসা মানুষ।

এর সমান্তরালে আমরা বিশ্বাস রাখি সমগ্র শিক্ষক মণ্ডলীর প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের বিশালতা ও ব্যাপ্তির ওপরে, তারাই গ্রাম-সমাজের প্রধান মেরুদণ্ড।

আসুন আগামী দিনগুলিতে আমরা সমস্ত জটিলতা অতিক্রম করে এগিয়ে যাই...ইতিহাস আমাদের ডাকছে।

নির্বাচিত জন প্রতিনিধি

১) তারামনি কুমার (প্রধান)

২) দ্বিজেন গরাই (উপপ্রধান)

সদস্য

১) পরিমল প্রামানিক

২) দীনবন্ধু মণ্ডল

৩) সরমা কুমার

৪) সনপতি মাহাত

৫) শিশুপাল মুড়া

৬) ক্ষুদিরাম সিং মুড়া

৭) সুনীল প্রামানিক

৪) রাসমনি মাহাত

৯) কলাবতী কুমার

১০) সারথীবালা কুমার

পঞ্চায়েত সমিতি সদস্য

১) শিরোমনি কুমার

২) দীনেশ চন্দ্র মাহাত

৩) কবিতা মাহাত

সঞ্চালকবর্গ

১) তারামনি কুমার (অর্থ ও পরিকল্পনা প্রধান)

২) পরিমল প্রামানিক (শিক্ষা ও জন স্বাস্থ্য সঞ্চালক)

৩) সরমা কুমার (নারী ও শিশু কল্যাণ সঞ্চালক)

৪) সনপতি মাহাত (কৃষি সঞ্চালক)

৫) দীনবন্ধু মণ্ডল (শিল্প ও পরিকাঠামো সঞ্চালক)

আধিকারিকমণ্ডলী

১) প্রেম প্রকাশ মাহাত (সচিব)

২) উত্তম গঙ্গোপাধ্যায় (নির্মান সহায়ক)

৩) রুদ্রনারায়ণ ঘোষ (অতিরিক্ত সহায়ক)

৪) জিতু রুহীদাশ (গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মী)

৫) ভোলানাথ কুইরী (গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মী)

৬) ত্রনী সেন কুমার (গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মী)

চুক্তি ভিত্তিক কর্মী

১) বিশ্বজিৎ মাহাত (গ্রাম রোজগার সেবক)

২) স্বপন ঘরাই (ডি এলই/ডি এল ডি ও)

৩) পঞ্চানন কুমার (এম টি পি)

৪) ট্যাক্স কালেক্টর – ১ জন

৫) সুপার ভাইজার – ৩১ জন

৬) অফিস অ্যাটেন্ডন্ট – ১ জন

৭) অফিস অ্যাটেন্ডন্ট – ১ জন

৮) পঞ্চানন কুমার (ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার)

যে গ্রামের লোক পরস্পরের শিক্ষা স্বাস্থ্য অন্ন উপার্জনে আনন্দ বিধানে সমগ্রভাবে সম্মিলিত হয়েছে সেই গ্রামই সমস্ত ভারতবর্ষের স্বরাজ লাভের পথে প্রদীপ জ্বেলেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

AHEAD Initiatives

5/1/2G, Cornfield Road, Kolkata: 700019, Tel: +91 33 4067 0369